গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
স্ট্যান্ডার্ড এন্ড সিকিউরিটি শাখা
www.ictd.gov.bd

জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮-এর আওতায় গৃহীত কর্ম-পরিকল্পনাসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটি'র ২য় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	: খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম মন্ত্রিপরিষদ সচিব
সভার তারিখ	: ২৭ আগস্ট ২০২০
সভার সময়	: সকাল- ১১.০০ টা
মাধ্যম	: অনলাইন জুম প্ল্যাটফর্ম
উপস্থিতি	: পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ তাঁর প্রারম্ভিক বক্তব্য প্রদান করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) জনাব মোঃ মামুন-আল-রশীদ জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮-এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, বর্ণিত নীতিমালায় ১টি রূপকল্প, ৮টি উদ্দেশ্য, ৫৫টি কৌশলগত বিষয় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এছাড়াও কর্ম-পরিকল্পনার করণীয় বিষয়সমূহ ৩৪৩ টি; স্বল্প মেয়াদে অর্থাৎ ২০২১ সালের মধ্যে ১০০% বাস্তবায়ন করতে হবে ২৬৯টি যা মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে চলমান থাকবে; মধ্য মেয়াদে অর্থাৎ ২০৩০ সালের মধ্যে ১০০% বাস্তবায়ন করতে হবে ৪৩টি যা দীর্ঘমেয়াদে চলমান থাকবে এবং অবশিষ্ট করণীয় বিষয়সমূহ দীর্ঘমেয়াদে অর্থাৎ ২০৪১ সালের মধ্যে অর্জন/ বাস্তবায়ন করতে হবে। ৬৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা এই নীতিমালা বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে। এছাড়াও তিনি বর্ণিত নীতিমালার স্বত্ত্বাধিকার, বাস্তবায়ন এবং এর তদারকি ও সমন্বয় সাধনের বিষয়সমূহ সভায় তুলে ধরেন।

২. বিগত ০২.০১.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮' এর আওতায় গৃহীত কর্ম-পরিকল্পনাসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটি'র ১ম সভার কার্যবিবরণীতে কোনো সংশোধন না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

৩. সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী আইসিটি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) জনাব মোঃ মামুন-আল-রশীদ বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা থেকে প্রাপ্ত জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮-এর কর্ম-পরিকল্পনাভিত্তিক করণীয় বিষয়সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন এবং করণীয় বিষয়সমূহের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নযোগ্য ১৬ টি করণীয় বিষয়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন।

৪. সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১.	বাংলাদেশ জাতীয় ডিজিটাল আর্কিটেকচার (বিএনডিএ) সংক্রান্ত আলোচনা	সভাপতি বাংলাদেশ জাতীয় ডিজিটাল আর্কিটেকচার (BNDA)-এর বিষয়ে জানতে চাইলে নির্বাহী পরিচালক, বিসিসি জানান, বাংলাদেশ জাতীয় ডিজিটাল আর্কিটেকচার (বিএনডিএ) প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে এটিকে অনুসরণ করে সফটওয়্যার প্রণয়নের জন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি BNDA-এর বিষয়ে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তাদের-কে অবহিত করার লক্ষ্যে প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য বলেন।	ক. বাংলাদেশ জাতীয় ডিজিটাল আর্কিটেকচার (বিএনডিএ) সম্পর্কে প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। খ. সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক তাদের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে BNDA সম্পর্কে অবহিতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে করবে।	ক. বিসিসি খ. সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
২.	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য হালনাগাদকরণ	সভাপতি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর Household Income & Expenditure-এর তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ না হওয়ার কারণ জানতে চান। এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (তথ্য ব্যবস্থাপনা), পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ জানান যে, ২০১৬ সালে Household Income & Expenditure Survey অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরপর এ বছরে আবার একটি প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে Household Income & Expenditure Survey পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সভাপতি জানান, Household Income & Expenditure Survey-টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফলে এই জরিপটি নিয়মিত পরিচালনার জন্য প্রকল্প গ্রহণ না করে রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক. হালনাগাদ ডাটা সরবরাহের লক্ষ্যে Household Income & Expenditure Survey নিয়মিত পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। খ. Household Income & Expenditure Survey পরিচালনার জন্য প্রকল্প গ্রহণের পরিবর্তে রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৩.	জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮-এর কর্ম-পরিকল্পনা ভিত্তিক করণীয় বিষয়সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ	অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) জনাব মোঃ মামুন-আল-রশীদ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, সভাকে অবহিত করেন যে, জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮-এর কর্ম-পরিকল্পনা ভিত্তিক করণীয় বিষয়সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন: জুলাই - সেপ্টেম্বর/ ২০১৯ কোয়ার্টারে-১৭টি; অক্টোবর-ডিসেম্বর /২০১৯ কোয়ার্টারে-৩০টি; জানুয়ারি-মার্চ/২০২০ কোয়ার্টারে -৩১টি; এবং এপ্রিল-জুন/২০২০ কোয়ার্টারে - ৩১টি পাওয়া গিয়েছে। সভাপতি এ বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রতিবেদন প্রেরণ করেনি তাদেরকে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর/২০২০-এর মধ্যে প্রেরণের জন্য বলেন।	যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রতিবেদন প্রেরণ করেনি তাদের আগামী ১০ সেপ্টেম্বর/২০২০-এর মধ্যে সর্বশেষ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল – জুন ২০২০) প্রতিবেদন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ
৪.	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে রিপোর্ট দাখিলের জন্য সফটওয়্যার/ ট্র্যাকার প্রস্তুতকরণ	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে রিপোর্ট দাখিলের জন্য সফটওয়্যার/ ট্র্যাকার প্রস্তুতকরণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সভাপতি এ বিষয়ে অগ্রগতি জানতে চান। প্রকল্প পরিচালক, এটুআই প্রোগ্রাম জানান যে, রিপোর্ট ট্র্যাকার তৈরি করা হয়েছে যা এমাসে ০২টি মন্ত্রণালয়ে পাইলটিং শুরু হবে। সভাপতি আগামী ১৫ নভেম্বর/২০২০-এর মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট ট্র্যাকার এবং জাতীয় আইসিটি নীতিমালা, ২০১৮-এর করণীয় বিষয়ের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করার জন্য একটি ড্যাশবোর্ড প্রস্তুত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	আগামী ১৫ নভেম্বর/২০২০-এর মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক রিপোর্ট দাখিলের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট ট্র্যাকার এবং জাতীয় আইসিটি নীতিমালা, ২০১৮-এর করণীয় বিষয়ের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করার জন্য একটি ড্যাশবোর্ড প্রস্তুত করতে হবে।	এটুআই প্রোগ্রাম
৫.	আইসিটি ও ডিজিটাল নিরাপত্তা-বিষয়ক	প্রশিক্ষণ একাডেমিগুলোর জন্য আইসিটি ও ডিজিটাল নিরাপত্তা-বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল / ডিজিটাল ল্যাবের ডিজাইন এবং স্পেসিফিকেশন বিষয়ে সভায়	৫. প্রশিক্ষণ একাডেমিগুলোর প্রশিক্ষণে আইসিটি ও ডিজিটাল নিরাপত্তা মডিউল সংযোজনের জন্য এবং	৫. বিসিসি

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
	প্রশিক্ষণ মডিউল এবং ডিজিটাল ল্যাব	আলোচনা হয়। সভাপতি, প্রশিক্ষণ একাডেমি গুলোতে আইসিটি ও ডিজিটাল নিরাপত্তা মডিউল সংযোজনের জন্য এবং ডিজিটাল ল্যাব স্থাপনের জন্য একটি General Lay Out প্রস্তুত করার জন্য বলেন যা একাডেমিগুলো নিজেরা customize করে অন্তর্ভুক্ত/ ব্যবহার করবে।	ডিজিটাল ল্যাব স্থাপনের জন্য একটি General Lay Out প্রস্তুত করে ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে।	
৬.	সেবা সহজিকরণ/ ডিজিটাল সেবা/ই-সেবা পদ্ধতিতে সেবা প্রদান	সভায় ডিজিটাল সেবা/ই-সেবা জনগণের জন্য অভিগম্য করে তোলার বিষয়ে আলোচনা হয়। যে সকল ডিজিটাল সেবা /ই-সেবা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক ইতোমধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে, সে গুলো অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগে সম্প্রসারণযোগ্য (Replicable) কি না তা পরীক্ষা করা হয়েছে কিনা? সে বিষয়ে সভাপতি জানতে চান। এছাড়া বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সিসিআইএন্ডই ও আরজেএসসি-এর সেবাসমূহ সম্পূর্ণভাবে অটোমেশন হয়েছে কিনা? এবিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব জানান, সিসিআইএন্ডই ও আরজেএসসি-এর সেবাসমূহ সম্পূর্ণভাবে অটোমেশন হয়নি। বিনিয়োগকারীদেরকে সেবা গ্রহণের জন্য অফিসে আসতে হয়নি কিন্তু ফি জমা দেয়ার জন্য ব্যাংকে যেতে হয়। তবে আগামী একমাসের মধ্যে ফি পরিশোধ অটোমেশন হয়ে যাবে। সিনিয়র সচিব, আইসিটি বিভাগ বলেন, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক সে সকল ডিজিটাল সেবা তৈরি করা হয়েছে সেগুলো সম্প্রসারণযোগ্য কিনা তা পরিবীক্ষণ করে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। সভাপতি রেলওয়ের টিকিট শতভাগ	ক. এ পর্যন্ত যে সকল সেবা ডিজিটাল সেবা /ই-সেবা করা হয়েছে সেগুলো সম্প্রসারণযোগ্য (Replicable) কিনা তা পরিবীক্ষণ করে দেখতে হবে এবং সম্প্রসারণযোগ্য ডিজিটাল সেবাগুলোকে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ দপ্তর/ সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান-এ চালু করতে হবে। খ. আগামী সভার পূর্বে/অক্টোবর, ২০২০ এর মধ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে আওতাধীন সিসিআইএন্ডই ও আরজেএসসি-এর সেবাসমূহ সম্পূর্ণভাবে অটোমেশন করার লক্ষ্যে অনলাইন পেমেন্ট সিস্টেম সংযোজন করতে হবে। গ. বাংলাদেশ রেলওয়ের সকল টিকেট অনলাইনে সহজলভ্য করতে হবে। ঘ. ভবিষ্যতে যে সকল কর্মী বিদেশ থেকে ফেরত আসছে তাদের জন্য ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে এবং	ক. আইসিটি বিভাগ এবং সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/সংস্থা খ. বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গ. রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ে ঘ. প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		অনলাইনে সহজলভ্যকরণ, বিদেশফেরত কর্মীদের ডাটাবেস তৈরিকরণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সামাজিক নিরাপত্তা-সংক্রান্ত কার্যক্রম ডিজিটাইজডকরণ এবং অনলাইনে পরীক্ষা গ্রহণের বিষয়ে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন। সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়; সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়; সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ; নির্বাহী পরিচালক, বিসিসি; প্রকল্প পরিচালক, এটুআই এবং যুগ্ম-সচিব (ই-গভর্নেন্স), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ তাঁদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন।	ডাটাবেজটিকে অভিবাসন সংস্থার ডাটাবেসের সাথে ইন্টিগ্রেট করতে হবে। ঙ.মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম ডিজিটাইজড করার পূর্বে আইসিটি বিভাগের সাথে আলোচনা করে নিতে হবে। চ. অনলাইনে পরীক্ষা গ্রহণের বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে এবং এটুআই প্রোগ্রাম যৌথভাবে কাজ করবে।	কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ঙ. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং আইসিটি বিভাগ চ. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং এটুআই প্রোগ্রাম
৭.	ভূমি রেকর্ড ও রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থার ডিজিটাইজেশন	ভূমি রেকর্ড ও রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থার ডিজিটাইজেশন করার বিষয়ে সভাপতি বলেন, সবার আগে ভূমি রেজিস্ট্রেশন ও ভূমির মিউটেশনকে এক মন্ত্রণালয়ের অধীন না এনে অনলাইনে ইন্টিগ্রেশন করতে হবে। এবিষয়ে ইতিপূর্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থাকে নিয়ে সভার আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল এ বিষয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে একটি কর্মসূচির মাধ্যমে ০২টি উপজেলাতে পাইলট করে দেখা হবে। যুগ্মসচিব (ই-গভর্নেন্স), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জানান, অনলাইন সিস্টেমের মাধ্যমে ভূমি রেজিস্ট্রেশন ও মিউটেশনকে ইন্টিগ্রেশন করে কার্যক্রম ০২টি উপজেলায় বাস্তবায়নের জন্য একটি কর্মসূচি গ্রহণের লক্ষ্যে ধারণাপত্র প্রস্তুত করা হয়েছে।	অনলাইন সিস্টেমের মাধ্যমে ভূমি রেজিস্ট্রেশন ও মিউটেশনকে ইন্টিগ্রেশন করে কার্যক্রম ০২টি উপজেলায় বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত কর্মসূচি দ্রুত অনুমোদন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৮.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন তথ্য উক্ত মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভাপতি, ব্লু ইকোনমি-সংক্রান্ত তথ্য (সম্ভাবনা ও চালেঞ্জ) এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেন।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের মোট চাহিদা ও সরবরাহ, ব্লু ইকোনমি সংক্রান্ত তথ্য (সম্ভাবনা ও চালেঞ্জ) এবং মাঠ পর্যায়ে কি কি সেবা পাওয়া যায় তা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৯.	বিচার বিভাগীয় তথ্য বাতায়ন ও কজলিস্ট	সভায় বিচার বিভাগীয় তথ্য বাতায়ন এবং মামলার কার্যতালিকা অনলাইনে প্রকাশের বিষয়ে আলোচনা হয়। মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট/ হাইকোর্ট/ জেলা জজ আদালত/ চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের সকল মামলায় প্রদত্ত আদেশ এবং পরবর্তী তারিখ ওয়েবসাইটে হালনাগাদ করা হয় কিনা তা সভাপতি জানতে চান। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক, এটুআই প্রোগ্রাম জানান, বিচার বিভাগের আওতাধীন সকল আদালতের জন্য তথ্য বাতায়ন তৈরি এবং কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া মামলার কার্যতালিকা প্রকাশের জন্য সিস্টেম ও পরিবীক্ষণের জন্য ড্যাশবোর্ড তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে ৪০০টি আদালত এই সিস্টেম সংযুক্ত থাকলেও তথ্যসমূহ নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে না। সভাপতি বলেন যে, মামলায় প্রদত্ত আদেশ এবং পরবর্তী তারিখ ওয়েবসাইটে সহজলভ্য হলে জনগণের ভোগান্তি হ্রাস পাবে। তিনি এ বিষয়ে এটুআই-কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	আদালত প্রশাসনের সাথে আলোচনাপূর্বক এবং তাঁদের সম্মতিক্রমে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টসহ সকল আদালতের মামলায় প্রদত্ত আদেশ এবং পরবর্তী তারিখ সংশ্লিষ্ট আদালতের ওয়েবসাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	আইন ও বিচার বিভাগ এবং এটুআই প্রোগ্রাম
১০.	ই-নথি সিস্টেম বাস্তবায়ন/ নথি	সভাপতি ই-নথি সিস্টেম বাস্তবায়ন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে কী কী প্রতিবন্ধকতা	ক. ই-নথি সিস্টেমকে আরো গতিশীল করতে হবে।	আইসিটি বিভাগ, এটুআই

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
	বিনষ্টকরণ	আছে তা জানতে চান। এবিষয়ে প্রকল্প পরিচালক, এটুআই প্রোগ্রাম জানান, ডাটা সেন্টারে স্পেস সমস্যাসহ আরও কয়েকটি সমস্যা সভায় তুলে ধরেন। তিনি আরও বলেন, ই-নথি চালু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত কোনো নথি বিনষ্ট করা হয়নি, ফলে সিস্টেমে সমস্যা হচ্ছে। এ বিষয়েও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন। সভাপতি আগামী ১০ বছরে সকল অফিসে ই-নথি সিস্টেম বাস্তবায়নের জন্য ডাটা সেন্টারে কী পরিমাণ স্পেস প্রয়োজন হবে তা নির্ধারণপূর্বক পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও তিনি সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ অনুসরণ করে ই-নথি সিস্টেমে নথি বিনষ্টের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেন।	খ. দীর্ঘ মেয়াদ অর্থাৎ আগামী ১০ বছরে সকল অফিসে ই-নথি সিস্টেম বাস্তবায়নের জন্য ডাটা সেন্টারে কী পরিমাণ স্পেস প্রয়োজন হবে তা নির্ধারণপূর্বক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। গ. সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ অনুসরণ করে ই-নথি সিস্টেমে নথি বিনষ্টের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রোগ্রাম এবং সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ
১১.	ডিজিটাল নিরাপত্তা	সভাপতি সাইবার সিকিউরিটির বিষয়ে জানতে চাইলে সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ সভায় উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন যে, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ অনুযায়ী ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতায় ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি গঠন করা হয়েছে। যা আন্তর্জাতিক মানের একটি সংস্থা হবে। এছাড়াও মহাপরিচালক, ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি তাঁর সংস্থার কার্যক্রম সংক্ষিপ্তভাবে সভায় তুলে ধরেন। সভাপতি ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে সমন্বয়ের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন। ইন্টারনেট থেকে স্পর্শকাতর/ আপত্তিকর কন্টেন্ট অপসারণের জন্য	ক. ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি-কে সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করতে হবে। খ. ইন্টারনেট থেকে স্পর্শকাতর/ আপত্তিকর কন্টেন্ট অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ক. ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি খ. ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ও বিটিআরসি

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন। সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, এ বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় সভায় উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন।		
১২	একক আইডি ব্যবহার	অতিরিক্ত সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ তাঁর উপস্থাপনায় একক আইডি ব্যবহার করে ডিজিটাল সেবা প্রদান ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ তুলে ধরেন। সভাপতি বলেন, সেবা প্রদানের জন্য একক আইডি প্রণয়নের ক্ষেত্রে জন্মনিবন্ধন নম্বরকে বিবেচনা করে তার সঙ্গে জাতীয় পরিচয় পত্রসহ অন্যান্য সেবার ইন্টিগ্রেশন করা যেতে পারে। একই সঙ্গে Finger Print ব্যবহার করা যায় কিনা তা পরীক্ষা করা যেতে পারে। তিনি একক আইডি ব্যবহার করার বিষয়ে জন্ম নিবন্ধনের নম্বরকে বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ জানান। এ বিষয়ে সিনিয়র সচিব, আইসিটি বিভাগ বলেন, এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের CRVS প্রজেক্ট কাজ করছে।	স্থানীয় সরকার বিভাগের জন্ম নিবন্ধন নম্বরটিকে একক আইডি করা যায় কিনা? সে বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, আইসিটি বিভাগ ও স্থানীয় সরকার বিভাগ
১৩.	বিবিধ	সিনিয়র সচিব, আইসিটি বিভাগ বলেন, জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮-এর আওতায় গৃহীত কর্ম-পরিকল্পনাসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটির কার্যপরিধি অনুসারে প্রতি ছয় মাস পর পর এই কমিটি সভা করবে। সভাপতি আগামী ১০-১২ নভেম্বর, ২০২০ এর মধ্যে এ কমিটির পরবর্তী সভা আয়োজন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক. ১০-১২ নভেম্বর ২০২০-এর মধ্যে এ কমিটির পরবর্তী সভা আয়োজন করতে হবে।	ক.আইসিটি বিভাগ

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		এছাড়া, আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব বলেন, জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮ বাস্তবায়ন ও পরীবিক্ষণ কার্যক্রম সহজতর করার জন্য একটি সেল গঠন করা যেতে পারে। সভাপতি এ বিষয়ে কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে বাস্তবায়নের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	খ. কয়েকটি মন্ত্রণালয়/ বিভাগের প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮-এর করণীয় বিষয়সমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করতে হবে।	খ.আইসিটি বিভাগ

৫। সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

১২ ০৮ ২০২০

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ